**আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা**

**বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় বিষয় হলো পাঠদান পদ্ধতি সেকালের মতো। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেনা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের একটা গোড়ামি আছে তারা মনে করে বই যারা পড়তে পারে তারাই শিক্ষক হবার যোগ্য ব্যক্তি। এমন কি তারা এটাও মনে করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে একটু পড়তে পারে এমন শিক্ষক হলেই যথেষ্ট। এই ধ্যান ধারণা থেকেই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেনা।ফিনল্যান্ড, জাপান, নিউজিল্যান্ড, চীন, নরওয়ে দেশগুলো শিক্ষার জন্য জগৎ বিখ্যাত। এই দেশগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম অন্যান্য দেশগুলো থেকে অনেকটা আলাদা।এই আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশ্ব এই দেশগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম কে অন্যান্যদের জন্য মডেল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশেষ কিছু দেখা যায়। তা লেখা হলো--**

**#উচ্চ শিক্ষিতরা শিক্ষক পেশায় যুক্ত।**

**#ক্লাস রুমগুলো প্রকৃতির সাথে মিল রেখে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।**

**#১০ বছর বয়স পর্যন্ত খেলাধুলা আর শুধুমাত্র নৈতিক শিক্ষা শেখানো হয়।**

**# ৪- ৬ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় পানি দিয়ে মুছে দিতে হয় এবং টয়লেট পরিষ্কার করতে হয়।**

**# বৈরী আবহাওয়ায় এই কার্যক্রম আবশ্যিক।**

**#সপ্তাহে ৫দিন বিদ্যালয় পাঠদান করা হয় ১দিন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চলে। আর ১দিন সাপ্তাহিক ছুটি।**

**#১৩ বছর পর্যন্ত পরীক্ষার খাতায় লেখার মাধ্যমে মূল্যায়ন নিষিদ্ধ।**

**# ১১ বছর বয়স থেকে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী শিক্ষায় বিভাগ নির্ধারণ করা হয়।**

**# শিক্ষকরা সরকারের কাছে থেকে সর্ব্বোচ্চ সুবিধা পেয়ে থাকে।**

**বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বই পড়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।অন্যরা যখন পরীক্ষা ছাড়া সারাবিশ্বেই চমকপ্রদ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদর্শন করছে তখন আমরা কি নিয়ে পড়ে আছি তা আমরা সবাই জানি।**

**আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের অভাব চোখে পড়ে।**

**কামরুল হাসান আহমেদ**

**বি,এ(সম্মান) এম,এ (সংস্কৃত)**

**রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।**

**সহকারি শিক্ষক**

**শালগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**

**আদমদীঘি, বগুড়া।**